

سُورَةُ هُودٍ مَكِّيَّةٌ (III)

১১- সূরা হূদ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১০ রুকু এবং ১২৪ আয়াত আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। আলিফ লাম রা। ইহা এইরূপ কিতাব, যাহার আয়াত সমূহকে সুদৃঢ় করা হইয়াছে; অতঃপর উহাদিগকে সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে পরম প্রজাময়, সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)-এর তরফ হইতে ।

الرَّحْمٰنُ كَتَبَ اٰیٰتِهٖ ثُمَّ فَعَّلَتْ مِنْ لَدُنْ
حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ②

৩। (ইহা এই শিক্ষা দেয়) যে, তোমরা আল্লাহ্‌ বাতিরেকে অন্য কাহারও ইবাদত করিও না; নিশ্চয় আমি তাঁহার নিকট হইতে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদ দাতা ।

اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ اِنِّیْۤ اِنۡذِرُكُمْ مِنْهُ نَذِيْرٌ ③

৪। এবং ইহাও (শিক্ষা দেয়) যে, তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর; তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদিগকে উত্তম পার্থিব সম্পদ দান করিবেন। এবং প্রত্যেক অনুগ্রহের যোগ্য ব্যক্তিকে নিজ অনুগ্রহ দান করিবেন এবং যদি তোমরা ফিরিয়া যাও তাহা হইলে আমি তোমাদের উপর নিশ্চয় এক মহা (ভীতিপূর্ণ) দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করিতেছি ।

وَ اَنۡ اَسْتَغْفِرُكُمْۤ وَاَرْبَابُكُمْ ثُمَّ تُوَلُّوْۤا اِلَیْهِ یَتَّبِعْکُمْ
فَتَاَغَا حَسَنًا اِلَیۡ اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ یُوْبَۤتْ كُلُّ ذٰی فَضَلٍ
فَضْلَهٗ ۚ وَاِنۡ تَوَلَّوْۤا فَاِنِّیۡۤ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ
یَوْمٍ کَبِيْرٍ ④

৫। আল্লাহর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তিনি সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান ।

اِلَی اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْۤ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ⑤

৬। শুন! নিশ্চয় তাহারা তাহাদের বন্ধুকে কুশ্লিত করিয়া রাখে যাহাতে তাহারা তাঁহার নিকট হইতে নিজদিগকে (তাহাদের মন্দ চিন্তাগুলিকে) লুকাইয়া রাখিতে পারে। শুন! যখন তাহারা নিজদিগকে গোমাকারত করে তখনও তিনি জানেন যাহা তাহারা লুকাইয়া রাখে এবং যাহা তাহারা প্রকাশ করে। নিশ্চয় তিনি তাহাদের অন্তরের কথাকে ভালভাবে জানেন ।

اَلَا اِنَّهُمْ یَشۡتَوْنُ صُدُوْرَهُمْ لَیَسْتَخْفُوْۤا مِنْهُۤ ۚ اَلَا
جَیۡنَ یَسْتَخْفُوْنَ مِنْۢ بَیۡنِهِمْۭ یَعْلَمُ مَا یُیۡزُوْنَ وَاَمَّا
یَعْلَمُوْنَ اِنَّهٗ عَلَیۡهِمۡ یَذَاتِ الضُّوْرِ ⑥

৭। এবং ভূপৃষ্ঠে এমন কোন বিচরণকারী জীব নাই যাহার রিয়কের দায়িত্ব আল্লাহর উপর নাই। এবং তিনি জানেন উহাদের অস্থায়ী আবাসস্থল এবং উহাদের স্থায়ী আবাসস্থল। সবকিছু এক স্পষ্ট কিতাবে (লিপিবদ্ধ) আছে।

৮। এবং তিনিই আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং তাঁহার আরশ পানির উপরে অবস্থিত যেহেতু তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে কর্মের ক্ষেত্রে কে সর্বোত্তম। এবং যদি তুমি বল, 'নিশ্চয় তোমরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হইবে,' যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা নিশ্চয় বলিবে, 'ইহা স্পষ্ট ধোকা বাতীত আর কিছু নহে।'

৯। এবং যদি আমরা এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাহাদের উপর (নির্ধারিত) আযাবকে স্থগিত রাখি তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় বলিবে, 'ইহাকে কিসে রুখিয়া রাখিয়াছে?' ওন! যেদিন উহা তাহাদের নিকট আসিবে, সেদিন তাহাদের নিকট হইতে উহা সরানো যাইবে না, এবং যে আযাবের বিষয় তাহারা উপহাস করিত উহা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে।

১০। এবং যদি আমরা মানুষকে আমাদের তরফ হইতে কোন প্রকার রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই, অতঃপর আমরা তাহার নিকট হইতে উহা প্রত্যাহার করি তখন সে অবশ্যই নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হইয়া যায়।

১১। এবং আমরা যদি তাহাকে কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করার পর নেয়ামতের স্বাদ গ্রহণ করাই তখন সে বলিতে থাকে, 'আমার সকল দুঃখ-কষ্ট দূর হইয়াছে।' নিশ্চয় সে উৎফুল্ল ও অহংকারী হইয়া পড়ে,

১২। ঐ সকল লোক বাতিরেকে যাহারা ধৈর্য ধারণ করে এবং পূণ্য কর্ম করে। ঐ সকল লোকদের জন্যই রহিয়াছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।

১৩। সূত্রায় সম্ভবতঃ (কাফেরগণ তোমার সম্বন্ধে রুখা আশা করে যে) তোমার উপর যাহা নাঘেল করা হইয়াছে উহার কতকাংশ তুমি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইবে, এবং তোমার অস্ত্র সংকুচিত হইবে তাহাদের ঐ উত্তির জন্য যে, 'তাহার নিকট কোন কোন ধন-ভাণ্ডার অবতরণ করা হয় না এবং কোন

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ①

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَدَنِ النَّوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ②

وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولَنَّ مَا بِهِمْ مُصْرُوفًا ③ عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ④

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكُونُ مِنَّا قُفُورًا ⑤

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْتَهْ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ⑥

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ⑦

فَلَمَّا تَرَأَتْهُ تَارِكًا يَتَعَسَّىٰ إِلَىٰ إِلَهِكَ وَمَا يُعِٰى بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتْرًا أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِذْ جَاءَ نَذِيرُهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

ফিরিশ্তা তাহার সহিত আসে না ?' তুমি কেবল একজন সতর্ককারী এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ের কর্মবিধায়ক ।

১৪ । তাহারা কি ইহা বলে, 'সে ইহা মিথ্যা রচনা করিয়াছে ?' তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে ইহার অনুরূপ দশটি সূরা রচনা করিয়া আন এবং আল্লাহ্ বাতীত অপর যাহাকে পার ডাকিয়া আন ।'

১৫ । অতঃপর, যদি তাহারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, তোমার প্রতি যাহা নাযেল করা হইয়াছে উহা আল্লাহ্র বিশেষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত এবং (জানিয়া রাখ) যে, তিনি বাতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই, অতএব তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী হইবে ?'

১৬ । যাহারা পার্থিব জীবন ও উহার সৌন্দর্য চাহে আমরা তাহাদিগকে ইহজীবনেই তাহাদের কর্মের পূর্ণ ফল দিব, এবং তাহাদিগকে ইহাতে কিছুমাত্র কম দেওয়া হইবে না ।

১৭ । ইহারাই এমন যাহাদের জন্য পরকালে আগুন বাতীত আর কিছু থাকিবে না, এবং তাহারা পার্থিব জীবনে যাহা কিছু কাজ করিয়া থাকিবে, উহা নিষ্ফল হইবে, এবং যাহা কিছু তাহারা করিতেছে তাহা বৃথা যাইবে ।

১৮ । সূতরাং যে ব্যক্তি তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট নিদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যাহার অনুসরণ করিয়া (তাহার সত্যতা প্রতীয়মানের জন্য) তাহার পক্ষ হইতে একজন সাক্ষী আগমন করিবে, এবং তাহার পূর্বে মসার গ্রন্থ পথনির্দেশক ও রহমত স্বরূপ রহিয়াছে সে কি (মিথ্যা দাবীদার) হইতে পারে ? তাহারা (মসার প্রকৃত অনুসারীগণ) তাহার উপর ঈমান আনয়ন করে এবং এই (বিরুদ্ধবাদী) দলগুলি হইতে যে তাহাকে অস্বীকার করিবে, তাহার প্রতিশ্রুত স্থান হইবে অগ্নি । সূতরাং তুমি এই বিষয়ে সন্দিহান হইও না । নিশ্চয় ইহা তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত সত্য ; কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না ।

১৯ । এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নামে মিথ্যা রচনা করে তাহা অপেক্ষা বড় যালেম কে ? তাহাদিগকে তাহাদের প্রভুর সমীপে উপস্থিত করা হইবে, তখন সকল সাক্ষী বলিবে, 'ইহারাই তাহাদের প্রভুর নামে মিথ্যা রচনা করিয়াছে ।' সূতরাং জানিয়া রাখ, নিশ্চয় যালেমদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত—

وَكَيْلٌ ۝

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأَنذَرْتُكُمْ سُورًا مِّثْلِهِ
مُفْتَرِيٍّ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

فَأَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فَعْلَمًا أَنَّا نُنَزِّلُ بِالْعِلْمِ اللَّهُ
وَأَن لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْجِبْوَۃَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا شَوْفِ
إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُجْحَنُونَ ۝

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ
وَحِطُّ مَا صَعَوْا فِيهَا وَبِطْلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ
وَمِنْ بَيْنِهِ كُتِبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ
يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ
مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
وَلَكِنَّ الْأَثَرِ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ
يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ
الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ إِلَّا نَعْمَ اللَّهُ عَلَى
الظَّالِمِينَ ۝

২০। যাহারা লোকদিগকে আল্লাহর পথ হইতে নিরুত রাখে এবং ইহাতে বজ্রতা অনুসন্ধান করিতে চাহে; প্রকৃতপক্ষে তাহারা ই পরকালের উপর অবিশ্বাসী।

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا
وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ﴿٢٠﴾

২১। তাহারা পৃথিবীতে (আল্লাহর পার্শ্বকল্পনাকে) কখনও ব্যর্থ করিতে পারে না, এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্ বাতীত কোন বন্ধু নাই। তাহাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হইবে। তাহারা গুণিতেও পারে না এবং দেখিতেও পারে না।

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضْعِفُ لَهُمْ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّنْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾

২২। ইহারা এমন যাহারা নিজেদের আত্মাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে এবং যাহা কিছু তাহারা মিথ্যা রচনা করিয়াছে উহা তাহাদের নিকট হইতে উদ্ধাও হইবে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَدَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَرُونَ ﴿٢٢﴾

২৩। নিঃসন্দেহে, ইহারা ই এমন যাহারা পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسَرُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং পূণ্য কর্ম করিয়াছে এবং তাহাদের প্রভুর প্রতি বিনত হইয়াছে — ইহারা ই জাহান্নামের অধিবাসী; সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَانْتَبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٤﴾

২৫। (এই) দুইটি দলের দ্বন্দ্ব, এক অন্ধ ও বর্ধির এবং এক চক্ষুমান ও শ্রবণক্ষম ব্যক্তির ন্যায়। দ্বন্দ্বিতে এই দুই দল কি সমান? তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং আমরা নূহকে তাহার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠাইয়াছিলাম, (সে বলিল) 'নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী —

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِلَىٰ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾

২৭। যে, তোমরা আল্লাহ্ বাতীত আর কাহারও ইবাদত করিও না, নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর এক যন্তনাদায়ক দিনের শাস্তির আশঙ্কা করি।'

إِن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ إِلَيْنِمْ ﴿٢٧﴾

২৮। কিছু তাহার জাতির প্রধানগণ, যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, বলিল, 'আমরা তোমাকে আমাদের মত মানুষ বাতীত আর কিছুই দেখিতেছি না, এবং আমাদের মধ্যে যাহারা বাহাদুরিতে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট তাহারা বাতীত আমরা অন্য কাহাকেও তোমার অনুসরণ করিতে দেখিতেছি না। এবং

فَقَالَ الْغَالِبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرَكُ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا تَرَكُ إِلَّا تِلْكَ الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا لَنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا تَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ

আমরা আমাদের উপর তোমাদের কোন প্রেতত্ত্ব দেখিতেছি না, বরং আমরা তোমাদিগকে মিথ্যাবাদী মনে করি।'

بَلْ نَحْكُمُكُمْ ذُرِّيَّةَ ۝

২৯। সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা ঠিক করিয়া বল, যদি আমি আমার প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত কোন সূক্ষ্ম নিদর্শনের উপর (প্রতিষ্ঠিত) থাকি এবং তিনি যদি নিজের তরফ হইতে আমাকে এক বিশেষ রহমত দিয়া থাকেন যাহা তোমাদের দৃষ্টিতে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা হইলে (তোমাদের কি অবস্থা হইবে)? আমরা কি ইহা তোমাদিগকে মানিতে বাধ্য করিতে পারি, যদিও তোমরা ইহা অপসন্দ কর?

قَالَ يَقُومُ آدَمُ يَوْمَئِذٍ عَلَى بَيْتِهِ مِنْ رَبِّي
وَآتَنِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فُتَيِّتُ عَلَيْكُمْ
أَنْتُمْ مَكْمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَاهُونَ ۝

৩০। এবং হে আমার জাতি! ইহার বিনিময়ে আমি তোমাদের নিকট কোন ধন-সম্পদ চাহি না; আমার পুরস্কার আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারও নিকট নাই। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে আমি কখনও তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিতে পারি না। তাহারা অবশ্যই তাহাদের প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিবে। কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, তোমরা এক অজ্ঞ জাতি;

وَيَقُومُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَآ أَنْجِي إِلَّا
عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلْقُوا
رَبِّهِمْ وَلِكِنِّي أَرَأَيْتُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۝

৩১। এবং হে আমার জাতি! যদি আমি তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দেই তাহা হইলে আল্লাহর বিরুদ্ধে কে আমাকে সাহায্য করিবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

وَيَقُومُ مَنْ يَخْتَصِمِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتَهُمْ أَفَكَا
تَنْزُرُونَ ۝

৩২। 'এবং না আমি তোমাদিগকে ইহা বলি যে, আমার নিকট আল্লাহর ধন-ডাণ্ডারসমূহ আছে, এবং না আমি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবগত আছি,' এবং না আমি বলি যে, 'আমি ফিরিষ্টা।' এবং না আমি ঐ সকল লোক সম্বন্ধে, যাহাদিগকে তোমাদের চক্ষু যুগা ভরে দেখে, ইহা বলি, 'আল্লাহ তাহাদিগকে কখনও কোন মঙ্গল দান করিবেন না'— যাহা কিছু তাহাদের অন্তরে আছে উহা আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন। নিশ্চয় সেই ক্ষেত্রে আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ
الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ
تَزْعِمُونَ أَنَّهُمْ كُفَرَاءُ أَنَّهُمْ فَسَقُوا وَأَنَّهُمْ
ظَالِمِينَ ۝

৩৩। তাহারা বলিল, 'হে নূহ! নিশ্চয় তুমি আমাদের সহিত বিতর্ক করিয়াছ এবং অধিক মাত্রায় বিতর্ক করিয়াছ; সূতরাং যদি তুমি সভাবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে যে বিষয়ে তুমি আমাদের দ্বারা দেখাইতেছ তাহা আমাদের জন্য নইয়া আস।'

قَالُوا يَنْوُحُ قَدْ جَدَلْنَاكَ كَثْرَتٍ جَدَلْنَاكَ بَيْنَنَا
بِمَا تَوَدُّ نَأْنِ أَنْ كُنْتَ مِنَ الضَّالِّينَ ۝

৩৪। সে বলিল, 'কেবল আল্লাহই, যদি তিনি চাহেন, উহা তোমাদের নিকট আনিবে, এবং তোমরা কখনও (তাহার উদ্দেশ্যকে) ব্যর্থ করিতে পারিবে না;

قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ④

৩৫। এবং আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতে চাহিনে ও আমার উপদেশ তোমাদিগের কোন উপকারে আসিবে না যদি আল্লাহ তোমাদিগকে ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করেন। তিনিই তোমাদের প্রতিপালক; এবং তাহারই দিকে তোমাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে।'

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصِيَإِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ⑤

৩৬। তাহারা কি বলে, 'সে ইহা মিথ্যা রচনা করিয়াছে?' তুমি বল, 'যদি আমি ইহা রচনা করিয়া থাকি তাহা হইলে আমার অপরাধ আমার উপরই বর্টাইবে, এবং তোমরা হে অপরাধ করিতেছ উহা হইতে আমি মুক্ত।'

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا بَإْرَاءِي ⑥ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ⑦

৩৭। এবং নূহের নিকট ওহী করা হইয়াছিল, 'যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা ব্যতিরেকে তোমার জাতির মধা হইতে এখন আর কেহ ঈমান আনিবে না; সুতরাং তাহারা যাহা করিতেছে তজ্জা তুমি দৃঃখ করিও না।

وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ⑧

৩৮। এবং তুমি আমাদের চোখের সামনে এবং আমাদের ওহী অনুযায়ী নৌকা তৈরী কর। এবং যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে তুমি আমাদের কিছু বলিও না। নিশ্চয় তাহারা নিমজ্জিত হইতে চলিয়াছে।'

وَاصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيُنَا وَلَا تَخَافِ فَيُضِلَّكَ الْذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ⑨

৩৯। এবং সে নৌকা নির্মাণ করিতে লাগিল; এবং যখনই তাহার জাতির প্রধানগণ তাহার নিকট দিয়া যাইত তাহারা তাহাকে হাসি-বিদ্‌প করিত। সে বলিত, 'যদিও তোমরা (এখন) আমাদিগকে হাসি-বিদ্‌প কর, তাহা হইলে (সময় আসিলে) আমরাও তোমাদিগকে হাসি-বিদ্‌প করিব যেরূপ তোমরা (এখন) আমাদিগকে হাসি-বিদ্‌প করিতেছ,

وَيَصْنَعِ الْفُلَكَ وَكَلَّمَا مَرْ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُونَ مِنِّي فَإِنِّي أَسْخَرُكُمْ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ⑩

৪০। অতঃপর, তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে কাহার উপর এমন শাস্তি আসিতেছে যাহা তাহাকে লাক্ষিত করিয়া ছাড়িবে এবং কাহার উপর স্থায়ী শাস্তি পতিত হইতেছে।'

تَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَ يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ⑪

৪১। অবশেষে যখন আমাদের আদেশ আসিল এবং প্রবণসমূহ উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল, তখন আমরা বলিলাম, 'তুমি প্রত্যেক প্রকারের (জীব-জন্তুর) স্ত্রী-পুরুষের জোড়া—দুইটি

كُلِّ إِذَا جَاءَ أَصْرًا وَأَوَّارَ التَّشْوُرَ قُلْنَا أَحْبِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ

করিয়া এবং তোমার পরিবারবর্গকে, কেবন তাহারা বাতীরকে যাহাদের সম্বন্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে ইহাতে উঠাইয়া নও ।' বস্তুতঃ অল্প সংখ্যক লোক বাতীত আর কেহ তাহার উপর ঈমান আনে নাই।

৪২। এবং সে বলিল, 'তোমরা ইহাতে আরোহণ কর । আল্লাহর নামেই ইহার গতি ও স্থিতি । নিশ্চয় আমার প্রভু অতীত ক্রমাগত, পরম দয়াময় ।'

৪৩। এবং ইহা তাহাদিগকে নইয়া পর্বতের নায়্য তরঙ্গমালার মধ্য দিয়া চলিল । এবং নূহ তাহার পুত্রকে, যে তাহাদের নিকট হইতে পৃথক ছিল, বলিল, 'হে আমার পুত্র ! আমাদের সহিত আরোহণ কর এবং কাফেরদের সঙ্গী হইও না ।'

৪৪। সে বলিল, 'আমি এখনই এক পর্বতে আশ্রয় নইব যাহা আমাকে এই পানি হইতে বাঁচাইবে ।' সে বলিল, 'আজ আল্লাহর (আযাবের) আদেশ হইতে কেহ (কাহাকেও) বাঁচাইতে পারিবে না, কেবন এ বাতীত বাতীরকে যাহার উপর তিনি রহম করেন ।' এমন সময় তাহাদের উভয়ের মধ্যে তরঙ্গ অন্তরায় হইল এবং সে নিমজ্জিত বাতীগণের অন্তর্ভুক্ত হইল ।

৪৫। অতঃপর বন্য হইল, 'হে ধরিণী ! তুমি তোমার পানি শোষণ করিয়া নও এবং হে আকাশ ! তুমি ক্ষাত্ত হও ।' এবং পানি শুকাইয়া দেওয়া হইল, এবং কার্য সমাপ্ত হইল, এবং নৌকা জুড়ী পাহাড়ের উপর স্থির হইল, এবং বন্য হইল, 'যায়েন জাতির জন্য ধ্বংস ।'

৪৬। এবং নূহ তাহার প্রভুকে ডাকিল, এবং বলিল, 'হে আমার প্রভু ! আমার পুত্র নিশ্চয় আমার পরিবারভুক্ত এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং তুমি বিচারকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক ।'

৪৭। তিনি বলিলেন, 'হে নূহ ! সে নিশ্চয় তোমার পরিবারভুক্ত নহে, নিশ্চয় সে অতি অসৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই সে বিষয়ে তুমি আমাকে প্রণয় করিও না । আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে, তুমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হইও না ।'

৪৮। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! আমি তোমাকে এমন বিষয় প্রণয় করা হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি

عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ۝

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُزْنُهَا
إِنْ رَقِيَ لَغُفُورٌ رَحِيمٌ ۝

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى
نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنَىٰ اِرْكَبْ مَعَنَا
لَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ ۝

قَالَ سَارَىٰ إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ
لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ
بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ۝

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَبَسْمًا أَفْلَحِي
وَاغِيضِ الْمَاءَ وَفُصِّي الْأَمْوَاسُوتَ عَلَى الْخُودِيِّ
وَقِيلَ بَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي
وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ۝

قَالَ يَنْتُحِ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ
صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ رُبِّ
أَعْظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ

যে বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান নাই। এবং যদি তুমি আমাকে ক্ষমা না কর এবং আমার প্রতি রহম না কর, তাহা হইলে আমি ক্ষতিগ্রস্তগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইব।'

عَلَّمَ وَإِلَّا تُغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ①

৪৯। (ইহাতে তাহাকে) বলা হইল, 'হে নূহ! তুমি আমাদের পক্ষ হইতে দেওয়া প্রার্থনা এবং নানাবিধ বরকতসহ অবতরণ কর, যাহা তোমার উপর এবং ত্রৈলোক্যের উপর যাহারা তোমার সন্ত আছে। এবং এমন কতক লোক হইবে যাহাদিগকে আমরা অবশ্যই (পার্থিব) উপকরণসমূহ দিব, অতঃপর আমাদের তরফ হইতে তাহাদের উপর যন্তগাদায়ক শাস্তি আসিবে।'

قِيلَ يَنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُصِفُهُمْ ثُمَّ يَمَتُّهُمْ مِنَّا عَذَابَ الْيَمِّ ②

৫০। ইহা অদৃশ্যের উচ্চতর সংবাদসমূহের অন্তর্গত যাহা আমরা তোমার প্রতি ওহী করিতেছি। ইতিপূর্বে ইহা না জানিতে তুমি এবং না তোমার জাতি। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর, কেননা মুতাকীফগণের জন্য উত্তম পরিণামই নির্ধারিত।

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ③

৫১। এবং আদের নিকট তাহাদের ভাই হুদকে (আমরা পাঠাইয়াছিলাম) সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি বাতীত তোমাদের কোন মা'বুদ নাই। (তাঁহার সহিত শরীক করায়) তোমরা শুধু মিথ্যা রচনা করিতেছ;

وَالِى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٌ قَالَ يَقَوْمِ اتَّقُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ الْإِلَهِ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفَعَّرُونَ ④

৫২। হে আমার জাতি! আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন পারিশ্রমিক চাহি না। আমার পারিশ্রমিক তাঁহারই নিকট যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তবুও কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাইবে না?

يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ⑤

৫৩। এবং হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; অতঃপর তাঁহারই দিকে পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্তন কর, তিনি তোমাদের উপর মৃণমুখতারে বর্ষণকারী মেঘমালা পাঠাইবেন, এবং তিনি তোমাদিগকে শক্তির পর শক্তিতে বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। এবং তোমরা অপরাধী হইয়া (আল্লাহর নিকট হইতে) মুখ ফিরাইও না।'

وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ⑥

৫৪। তাহারা বলিল, 'হে হুদ! তুমি আমাদের নিকট কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন কর নাই এবং আমরা তোমার মুখের কথায় আমাদের উপাসাদিগকে ছাড়িতে পারি না এবং আমরা তোমার উপর কখনও ঈমান আনয়নকারী হইব না;

قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي الْيَهُدِيَّاتِ عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ⑦

৫৫। আমরা ইহা ছাড়া আর কিছু বলি না যে, আমাদের উপাস্যগণের মধ্যে কেহ মন্দ অভিপ্রায়ে তোমার পিতৃ নইয়াছে।' সে বলিল, 'নিশ্চয় আমি আল্লাহকে সাক্ষী করিতেছি, এবং তোমরাও সাক্ষী থাক যে, তোমরা যাহাকে শরীক করিতেছ উহা হইতে আমি মুক্ত;

৫৬। তাহাকে ছাড়িয়া তোমরা সকলে মিলিয়া আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, এবং আমাকে অবকাশ দিও না;

৫৭। নিশ্চয় আমি আল্লাহর উপর ভরসা করি যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। এমন কোন বিচরণকারী প্রাণী নাই যাহার নলাট তাহার করামতে নহে। নিশ্চয় আমার প্রভু (মো'মেনদের সাহায্যের জন্য) সরল-সূদৃঢ় পথে (দেখায়মান) আছেন;

৫৮। সুতরাং যদি তোমরা মূখ ফিরাইয়া নও, তাহা হইলে (জানিয়া রাখ যে) যাহাসহ আমাকে তোমাদের নিকট পাঠানো হইয়াছে উহা আমি তোমাদের নিকট নিশ্চয় পৌছাইয়া দিয়াছি; এবং (এখন যদি তোমরা মূখ ফিরাইয়া নও তবে) আমার প্রভু তোমাদিগকে বাদ দিয়া অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন। এবং তোমরা তাহার কিছু মাত্র ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। নিশ্চয় আমার প্রভু সকল বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী।'

৫৯। এবং যখন আমাদের আদেশ আসিল তখন আমরা হুদ এবং যাহারা তাহার সঙ্গে ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমাদের রহমত দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলাম এবং এক কঠিন শাস্তি হইতে আমরা তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম।

৬০। এবং এই ছিল 'আদ' জাতি যাহারা তাহাদের প্রভুর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং তাহার রসনগণের অবাধ্যতা করিয়াছিল এবং প্রত্যেক উদ্ধত (সত্যের) শত্রুর আদেশের অনুসরণ করিয়াছিল।

৬১। নিশ্চয় অভিশাপ তাহাদের পশ্চাতে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে— এই দুনিয়াতে এবং কেয়ামতের দিনেও। ওন! নিশ্চয় 'আদ' জাতি তাহাদের প্রভুকে অস্বীকার করিয়াছিল। ওন! হুদের জাতি 'আদের' জন্য ধ্বংস অবধারিত করা হইল।

إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوِّهِ قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَ أَشْهَدُ أَنَّ بَرِيءٌ مِّمَّا تَشْرِكُونَ ﴿٥٥﴾

مِنْ دُونِهِ فَكَيْدٌ مِنِّي جَنِينًا ثَمَّرَ لَا تَنْظُرُونَ ﴿٥٦﴾

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِعَاصِيَتِهَا إِن رَّبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٧﴾

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِن رَّبِّي عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ حَافِظٌ ﴿٥٨﴾

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٩﴾

وَتِلْكَ عَادٌ جَاءَتْ جَحْدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٦٠﴾

وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَّا جُ. إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا بَعْدَ الْعَادِ قَوْمٌ هُودٌ ﴿٦١﴾

৬২। এবং সামুদের নিকট তাহাদের ডাই সানহুৎ (পাঠাইয়াছিলাম)। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি কাটীত তোমাদের অন্য কোন মাবুদ নাই। তিনিই তোমাদিগকে যমীনে হইতে উদ্ধর করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে উহাতে বসবাস করাইয়াছেন। সুতরাং তোমরা তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাহারই দিকে পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চয় আমার প্রভু সমীকৃতি, (দোয়ার) উদ্ধরদানকারী।'

৬৩। তাহারা বলিল, 'হে সানহুৎ! ইতিপূর্বে নিশ্চয় তুমি ছিলে আমাদের মধ্যে আশা-ভরসার স্থল। আমাদের পূর্বপুরুষ যাহার উপাসনা করিয়া আসিতেছে তুমি কি আমাদিগকে উহার উপাসনা করিতে নিষেধ কর? যে বিষয়ের প্রতি তুমি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ সে বিষয়ে নিশ্চয় আমার উদ্ধগপূর্ণ সন্দেহ আছি।'

৬৪। সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা চিন্তা করিয়া বস, যদি আমি আমার প্রভুর পক্ষ হইতে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, এবং তিনি নিজ পক্ষ হইতে আমাকে এক (বিশেষ) রহমত দিয়া থাকেন, তাহা হইলে আল্লাহ (-র শাস্তি) হইতে কে আমাকে সাহায্য করিবে যদি আমি তাহার অবাধ্যতা করি? সেমতাবস্থায় তোমরা আমার কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করিবে।

৬৫। এবং হে আমার জাতি! আল্লাহর এই উটনীটি তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন স্বরূপ; সুতরাং তোমরা ইহাকে (স্বাধীনভাবে) আল্লাহর যমীনে চরিয়া খাইতে দাও; এবং ইহাকে কোন কষ্ট দিও না, নচেৎ তোমাদিগকে এক অত্যাশঙ্ক শাস্তি দত্ত করিবে।'

৬৬। কিঞ্চি তাহারা উহার হাটুর শিরা কাটিয়া উহাকে হত্যা করিল; তখন সে বলিল, 'তোমরা তিন দিন পর্যন্ত নিজেদের গৃহে সুখ ভোগ কর। ইহা এমন এক প্রতিশ্রুতি যাহা (আদৌ) মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে না।'

৬৭। অতঃপর, যখন আমাদের আদেশ আসিল, তখন আমরা সানহুৎ এবং যাহারা তাহার সঙ্গে ক্রমান্বয়ে আনিয়াছিলাম তাহাদিগকে সেই দিনের নাক্সা হইতে আমাদের বিশেষ রহমতে রক্ষা করিয়াছিলাম। নিশ্চয় তোমার প্রভুই সর্বশক্তিমান অধিপতি, মহাপরাক্রমশালী।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَصْحَابُهَا هُمْ خَالِدُونَ ۝
مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غِلْظَةً هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرْ لَهُ ثُمَّ تُوْبُوا إِلَيْهِ
إِنَّ رَبِّيَ قَرِيمٌ مُّجِيبٌ ۝

قَالُوا يَظْلِمُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا ۝
أَنْ تَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ
تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُّؤْمِنِينَ ۝

قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي
وَأُتِنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَسَوْفَ يُنْصَرُّنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ
عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْيِيرٍ ۝

وَيَقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ بِكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ
فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ مَعْذُومِ الْعَذَابِ
قُرَيْبٍ ۝

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَنَعَّلُوا فِي ذَٰلِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ۝

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ ذَٰلِكَ هُوَ
الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝

৬৮। এবং তাহারা যুগ্ম করিয়াছিলেন তাহাদিগকে এক বিকট শব্দকারী আমাব ধৃত করিয়াছিল, ফলে তাহারা নিজ নিজ গৃহে নতজান অবস্থায় পড়িয়া রহিল,

৬৯। যেন তাহারা ইহাতে বসাবাস করে নাই। ওন ! সামুদ জাতি তাহাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করিয়াছিল।

[৬] ওন ! সামুদ জাতির জনা ধ্বংস।

৭০। এবং নিশ্চয় আমাদের প্রেরিত দূতগণ সুসংবাদসহ ইব্রাহীমের নিকট আসিল, তাহারা সানাম বনিন। সে বনিন, 'সানাম', অতঃপর সে কোন বিনয় না করিয়া একটি ভূনা বাতুর নইয়া আসিল।

৭১। কিন্তু সে যখন দেখিল যে ইহার দিকে তাহাদের দ্যাত বাড়িতেছে না, তখন তাহাদের আচরণ তাহার নিকট অদ্ভুত। তকিন এবং তাহাদের দরুন সে অনেক ভীত হইয়া পড়িল। তাহারা বনিন, 'ভীত হইও না, আমরা নূতর জাতির নিকট প্রেরিত হইয়াছি।'

৭২। এবং তাহার স্ত্রী (কাছেই) দাঁড়াইয়াছিল, ইহাতে সেও ভীত হইয়া পড়িল, তখন আমরা (তাহার সাহুনার জন্য) তাহাকে ইসহাকের এবং ইসহাকের পর ইয়াকুবের সুসংবাদ দিনাম।

৭৩। সে বনিন, 'হায়, আমার কপাল ! আমি না কি সন্তান প্রসব করিব ? অথচ আমি রুদ্ধা এবং এই আমার স্বামীও রুদ্ধ; ইহা নিশ্চয় অতীব তাড়বের কথা !'

৭৪। তাহারা বনিন, 'তুমি কি আল্লাহর কথায় আশ্চর্যান্বিত হইতেছ ? হে এই গৃহের অধিবাসীগণ ! আল্লাহর রহমত ও বরকতসমূহ তোমাদের উপর (সদা বর্ষিত হইতেছে), নিশ্চয় তিনি মহা প্রশংসিত, মর্যাদাবান।

৭৫। অতঃপর, যখন ইব্রাহীমের ভয় দূর হইল এবং তাহার নিকট সুসংবাদ আসিল, তখন সে আমাদের সহিত নূতর জাতির সম্মুখে বিতর্ক করিতে লাগিল।

৭৬। নিশ্চয় ইব্রাহীম পরম সফিক, কোমল হৃদয় এবং (আমাদের সমীপে) সতত প্রত্যাবর্তনকারী ছিল।

৭৭। 'হে ইব্রাহীম ! ইহা হইতে বিরত হও, কারণ তোমার প্রভুর চূড়ান্ত আদেশ আসিয়াছে, বস্তুতঃ তাহারা এমন নোক যে,

وَآخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْئَةَ فَاصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثِينَ ۝

كَانَ لَمْ يَفْتَوِيْهَا ۖ اِلَّا اِنْ تَوَدَّ اَلْكُفْرَ وَآرَبَهُمْ ۚ اَلَّا يَلْعَبُوْا ۝

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلًا اِِبْرٰهِيْمَ بِالْبَشْرٰى قَالُوْا اٰلٰهٖ ۙ قَالَ سَلٰمٌ مَّا لَيْتَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيْدٍ ۝

فَلَمَّا رَاۤ اَنْ يَّيْدِيْهِمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ لَبٰكُمۡ وَاَوْحٰسَ مِنْهُمۡ خِيفَةٌ ۚ قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكَ قَوْمًا لُّوْطُ ۝

وَاَمْرًاۙتُهٗ قَابِئَةٌ فَصَيَّكَتْ بَشَرُهَا بِالْاُنْحٰى ۙ وَ مِنْ وَّرَآءِ اِلٰمَحَقَّ يَعْقُوْبُ ۝

قَالَتْ يٰۤاَيُّوْلٰٓئِكَ اِلٰهٖ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَهٰذَا بَعْلِي شَيْخًا ۙ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ ۝

قَالُوْا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحِمَتِ اللّٰهُ وَبَرَكَتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهٗ حَنِيدٌ مَّحِيْدٌ ۝

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الزُّوْغُ وَجَاءَتْهُ الْبَشْرُ ۙ حٰجِدًا لِّنَا فِيْ قَوْمٍ لُّوْطُ ۝

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحٰلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ۝

يٰۤاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۙ اِنَّهٗ قَدْ جَاءَ اَمْرُ

তাহাদের উপর শাস্তি আসিবেই মায়া আদো প্রতিহত করা যাইবে না ।'

১৮ । এবং যখন আমাদের প্রেরিত দূতগণ নূতর নিকটে আসিল তখন সে তাহাদের জন্য চিহ্নিত হইল এবং তাহাদের (সম্ভার) বাণপারে নিজে এক অসহায় বোধ করিল; এবং সে বলিল, 'আজিকার এই দিনটি বড়ই কঠিন মনে হইতেছে ।'

১৯ । এবং তাহার জাতির লোক তাহার দিকে (রোযাদি হইয়া) ছুটিয়া আসিল, এবং উহার পূর্বে তাহারা অনেক মন্দ কাজ করিয়া আসিতেছিল । সে বলিল, 'হে আমার জাতি : এই আমার কন্যাগণ, তাহারা তোমাদের জন্য পবিত্র । অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা আমার মেহমানকে (আমার সম্মুখে) অপদস্থ করিও না । তোমাদের মধ্যে কি কোন সুবুদ্ধিসম্পন্ন লোক নাই ?'

২০ । তাহারা বলিল, 'তুমি নিশ্চয় জান যে, তোমার কন্যাদের বিষয়ে আমাদের কোন দাবী নাই এবং আমরা যাচা কিছু চাহিতেছি, তাহা তুমি নিশ্চয়ই অবগত আছ ।'

২১ । সে বলিল, 'হায় ! তোমাদের মোকাবেলায় যদি আমার কোন শক্তি সামর্থ্য থাকিত, অথবা আমি (সাহায্যের জন্য) এক বড় শক্তিশালী অবলম্বনের আশ্রয় পাইতাম ?'

২২ । তাহারা (মেহমানগণ) বলিল, 'হে নূত ! আমরা নিশ্চয় তোমার প্রভুর প্রেরিত দূত । তাহারা কিছুতেই তোমার নিকটে পৌঁছিতে পারিবে না । সুতরাং রাত্রির কোন এক অংশে তুমি সপরিবারে এই স্থান হইতে প্রস্থান কর এবং তোমাদের মধ্যে কেহ যেন পিছনের দিকে না তাকায়, একমাত্র তোমার স্ত্রী ব্যতীত নিশ্চয় তাহাদের উপর যে আঘাব আসন্ন, উহা তাহার উপরও আসিবে । নিশ্চয় তাহাদের নির্ধারিত সময় প্রভাত । প্রভাত কি নিকটবর্তী নহে ?'

২৩ । অতঃপর, যখন আমাদের আদেশ আসিল তখন আমরা উহার (সেই শহরের) উল্লম্বদেশকে উহার তলদেশে পরিণত করিলাম এবং উহার উপর ভ্রমাপন্ন কংকর জাতীয় প্রস্তর বর্ষণ করিলাম,

২৪ । যাচা তোমার প্রভুর দৃষ্টিতে চিহ্নিত ছিল । এবং এই (যুগের) যানোদের নিকট হইতেও ইহা (শাস্তি) দূরে নহে ।

رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَنِهْمٌ عَذَابَ عَذْرَاءٍ مَّردودٍ ۝

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لَوْطَا إِنَّهُمْ مَصَاقٍ بِهِمْ
ذُرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۝

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا
يَسْأَلُونَ النَّبِيَّاتِ قَالَ يَوْمٌ هَؤُلَاءِ بِكُنَّا مِنْ
أَظْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزَوْا فِي ضَيْفِ النَّاسِ
وَمَنْكُمْ رَجُلٌ زَنِيدٌ ۝

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَيْتِكَ مِنْ حَرْجٍ وَإِنَّا
لَتَعْلَمُونَ مَا نُزَيِّدُ ۝

قَالَ لَوْ أَنِّي بِيَدِي قُوَّةٌ أَوْ أَوْيَ إِلَىٰ رَبِّي سَدِيدٌ ۝

قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَنذِرْ
بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ
إِلَّا أَمْرَاتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْجِدُمْ
الصُّبْحِ لَأَيْسَ الصُّبْحِ بِعَرِينٍ ۝

لَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا
عَلَيْهَا جِجَارَةً فَوْفَ عَيْنَيْهِ فَنَنْصُودُ ۝

فَنُؤَمِّمُهُمْ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الْغَالِيِينَ

۞ يَبْعِيذُ ۞

৮৫। এবং মাদিয়ানবাসীদের নিকট তাহাদের ভ্রাতা ওয়াইবকে (রসূল রূপে পাঠাইয়াছিলেন)। সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি বাতীত তোমাদের কোন মার্বদ নাই। এবং মাপ ও ওজন কম দিও না, নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে সম্বল অবস্থায় দেখিতেছি এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক সর্বগ্রাসী দিনের আযাবের আশঙ্কা করিতেছি।

৮৬। এবং হে আমার জাতি! তোমরা ন্যায় বিচারের সহিত মাপ ও ওজন পূর্ণ করিয়া দাও এবং লোকদিগকে তাহাদের জিনিসপত্রাদি কম দিও না, এবং পৃথিবীতে তোমরা বিশৃঙ্খলা করিয়া বেড়াইও না;

৮৭। যদি তোমরা মোমৈন হও তাহা হইলে (নিশ্চয় জানিও যে,) আল্লাহ্ যাহা অবশিষ্ট রাখেন তাহাই তোমাদের জন্য উত্তম। এবং আমি তোমাদের উপর রক্ষাকারী (নিযুক্ত) নহি।'

৮৮। তাহার বলিল, 'হে শো'আব! তোমার ইবাদত-বন্দগী কি তোমাকে এই আদেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাহার উপাসনা করিয়া আসিতেছে আমরা উহাকে পরিত্যাগ করি, অথবা আমাদের ধন-সম্পদ দ্বারা আমরা যাহা করিতে চাহি উহাকে (পরিত্যাগ করি)? তুমি তো দেখিতেছি বড় বৃদ্ধিমান, ন্যায় বিচারক!'

৮৯। সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা চিন্তা করিয়া বল, যদি আমি আমার প্রভুর দেওয়া কোন উজ্জল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, এবং তিনি আমাকে নিজ সম্বিধান হইতে উত্তম রিয্ক দিয়া থাকেন, (তাহা হইলে তোমরা তাঁহাকে কি জবাব দিবে?) এবং আমি ইহা চাহি না যে, আমি যে বিষয় হইতে তোমাদিগকে নিবৃত্ত করি সেই বিষয়ে (নিজে লিপ্ত হইয়া) তোমাদের বিরুদ্ধাচারণ করি। আমি আমার সাধানুযায়ী কেবল সংশোধন কামনা করি, এবং আল্লাহর সাহায্য ব্যতিরেকে আমার কোন সামর্থ্য নাই। তাঁহারই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁহারই নিকট আমি অবনত হই;

৯০। এবং হে আমার জাতি! আমার সহিত বিরুদ্ধাচারণ যেন তোমাদিগকে কিছুতেই এমন অপরাধ করিতে প্ররোচিত না করে, যাহার ফলে তোমাদের উপর গ্ররূপ দুর্যোগ—মুসিবত আসে যেরূপ নূহের জাতি, অথবা হূদের জাতি কিম্বা সালেহর

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ وَلَا تَتَّقُوا الْيَكِيَالَ ۚ وَالْيَزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ۝

وَيَقَوْمِ أَوْفُوا الْيَكِيَالَ وَالْيَزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا تَخْسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا تَتَّقُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۝

قَالُوا يٰشُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ۚ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْعَوِیْمُ الرَّثِیْدُ ۝

قَالَ يٰقَوْمِ ارْءَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَنْهُ إِن أُرِيدُ إِلَّا رِزْقًا مَّا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝

وَيَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ

৩রা মিন দাম্বাতিন-১২

জাতির উপর আসিয়াছিল, আর নূহের জাতি তো আমাদের নিকট হইতে দূর নহে;

وَمَا قَوْمُ لُوطٍ فِتْنَتُهُمْ بَعِيدٌ ①

১১। এবং তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চয় আমার প্রভু পরম দয়াময়, পরম প্রেমময়।

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ②

১২। তাহার বার্তন, 'হে হুদায়েব! তুমি যাহা বার্তিতেছ তাহার অধিকাংশই আমরা বুঝিতেছি না, এবং আমরা তোমাকে আমাদের মধ্যে দূরত্ব মনে করি এবং যদি তোমার গোত্র না থাকিত তাহা হইলে আমরা তোমাকে প্রত্যাখ্যাত হইতাম করিতাম। বস্তুতঃ তুমি আমাদের উপর শত্রুশালী নহ।'

قَالُوا شُعَيْبٌ مَا تَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَكَرِيمٌ قَيْنَا ضَعِيفًا ③ وَلَا رَهْطَكَ لَرَجْنِكَ وَ مَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ④

১৩। সে বার্তন, 'হে আমার জাতি! তোমাদের দ্বিষ্ট আমায় গোত্র কি আশ্রয় তুলনায় অধিকতর শত্রুশালী? এবং তোমরা তাহাকে (উপেক্ষা কর) হিসাবে। তোমাদের পিছনে ফেলিয়া রাখিয়াছ; নিশ্চয় আমার প্রভু, তোমরা যাহা কিছু কর, উহাকে পূর্ণরূপে পরিবেশন করিয়া আছেন;

قَالَ يَقَوْمِ ارْهَقُوا عُنُقَكُمْ مِنَ اللَّهِ وَلَتَكُونُوا وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَكْسُلُونَ غَظِيبٌ ⑤

১৪। এবং হে আমার জাতি! তোমরা নিজদের জাগ্রায় নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করিতে থাক, আমিও কাজ করিয়া যাইতেছি। তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে কাহার উপর আমার আসে যাহা তাহাকে লাঞ্চিত করিয়া ছাড়িল এবং কে মিথ্যাবাদী; এবং তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয় আমিও তোমাদের সহিত (পরিণামের জন্য) অপেক্ষা করিতেছি।'

وَيَعْمُرُ اعْلَاقًا عَلَى مَكَائِكُمْ إِنِّي عَاوِلٌ ⑥ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَارِيٌّ ⑦ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ⑧

১৫। এবং যখন আমাদের (আযাবের) হুকুম আসিল, তখন আমরা শোখায়ব এবং যাহারা তাহার সঙ্গে ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমাদের (বিশেষ) রহমতে রক্ষা করিয়াছিলাম; এবং যাহারা মুনুম করিয়াছিল তাহাদিগকে এক বিকট শব্দ-বিশিষ্ট আযাব ধৃত করিয়াছিল— ফলে তাহারা স্ব স্ব গৃহে উপভূত অবস্থায় পড়িয়া রহিল,

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا نَجِيِّنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرُخْسَةٍ مِّمَّا وَاعَدْتِ الْآلُونَ فَلَمَّا الْوَصِيَّةَ فَالْحَبْرُ فِي وَبَارِهِمْ جُثَيْنٌ ⑨

১৬। যেন তাহারা উহাতে কখনও বসবাস করে নাই। ওন, মিদিয়ানবাসী সেই ভাবে ধ্বংস হইল যেভাবে সামূদ জাতি ধ্বংস হইয়াছিল।

كَأَن لَّمْ يَخْتَرُوا فِيهَا إِلَّا بَعْدَ الرِّسَالِ نَكَّابِدَات ⑩ سُودٌ ⑪

১৭। এবং নিশ্চয় আমরা মসাকে আমাদের নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠাইয়াছিলাম,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ⑫

৯৮। ফেরাউন ও তাহার পরিসদবর্গের নিকট, কিন্তু তাহারা ফেরাউনের আদেশের অনুসরণ করিয়াছিল এবং ফেরাউনের আদেশ মোটেই নায়-সঙ্গত ছিল না।

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَأَتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ۝

৯৯। সে কৈয়ামত দিবসে তাহার জাতির আগে আগে চলিবে, অতঃপর তাহাদিগকে আত্মনে নামাইয়া দিবে। এবং কতই না মন্দ অবতরণ-স্থল এবং (উহাতে) অবতারিত নোকগণ!

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْدَدَهُمُ النَّارُ لَوْحٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا كَالْعِخْلِ ۝

১০০। এবং তাহাদের পশ্চাদানুসরণে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে অভিশাপ—এই দুনিয়াতেও এবং কৈয়ামতের দিনেও। কতই না মন্দ উপহার ও উপহার প্রাপ্তগণ!

وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ نَعْتَهُ ۖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُنْفِثُ السُّجُودَ ۝

১০১। ইহা (বিধ্বস্ত) জনপদগুলির সংবাদসমূহের কিয়দংশ যাহা আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি। ইহাদের কতক দণ্ডায়মান আছে এবং (কতক) কর্তিত ক্লেত্রের ন্যায় (ভুমিসাৎ) হইয়াছে।

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَرَىٰ نَقَطَهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَلِيلٌ ۖ وَحَصِيدٌ ۝

১০২। এবং আমরা তাহাদের উপর কোন য়ুনুম করি নাই, বরং তাহারা ই নিজেদের উপর য়ুনুম করিয়াছে; এবং যখন তোমার প্রভুর আদেশ আসিল, তখন তাহাদের উপাসগণ, যাহাদিগকে তাহারা আল্লাহ্ বাতীত ডাকিত, তাহাদের কোন উপকারে আসিল না; এবং তাহারা তাহাদিগকে ধ্বংসে নিপতিত করা বাতীত কোন কিছুতে বর্ধিত করে না।

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ۖ مَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَكَانَ دَوْمٌ غَيْرَ تَنْبِيهِ ۝

১০৩। এবং তোমার প্রভুর গ্রেফতার এইভাবেই হয় যখন তিনি জনপদসমূহকে গ্রেফতার করেন এমতাবস্থায় যে তাহারা য়ুনুম করিতে থাকে। নিশ্চয় তাহার গ্রেফতার বড়ই মন্তগাদায়ক।

وَكَذَٰلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْغَرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۖ إِنَّ أَخَذَهُ إِلَيمٌ شَدِيدٌ ۝

১০৪। ইহাতে নিশ্চয় তাহার জন্য এক নিদর্শন আছে যে, পরকালের আযাবকে ভয় করে, ইহা সেই দিন যেদিন সমগ্র মানবমণ্ডলীকে সমবেত করা হইবে, এবং ইহা সেই দিন যাহাকে সকলে প্রত্যক্ষ করিবে।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لِّلنَّاسِ وَذَٰلِكَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ۝

১০৫। এবং আমরা ইহাকে কেবল এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বিলম্বিত করিতেছি।

وَمَا نُوَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدَّدٍ ۝

১০৬। যেদিন উহা (নির্দিষ্ট মেয়াদ) আসিবে তখন আল্লাহর অনুমতি বাতিরেকে কোন আত্মাই কথা বলিতে পারিবে না; তখন তাহাদের মধ্যে কতক হতভাগা এবং (অনারা) ভাগ্যবান হইবে।

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلُمُ النَّفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۖ فَيَسْمَعُ أَوْ سَعِيْدٌ ۝

১০৭। সূতরাং যাহারা হতভাগা হইবে, তাহারা আগুন (নিষ্কিঞ্চ) হইবে, তাহাদের জন্য সেখানে থাকিবে দীর্ঘশ্বাস আর ফৌপানি।

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَعَلِيَ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا زَوَاجِرٌ ۖ
شَرِيفٌ ۝

১০৮। তাহারা উহাতে ততদিন পর্যন্ত বাস করিবে যতদিন পর্যন্ত আকাশসমূহ এবং পৃথিবী থাকিবে, যে পর্যন্ত না তোমার প্রভু অন্য ইচ্ছা পোষণ করেন। নিশ্চয় তোমার প্রভু যাহা চাহেন তাহাই করেন।

خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ ۖ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَقَالُ لَنَا يَوْمَئِذٍ ۝

১০৯। এবং যাহারা ভাগাবান, তাহারা জান্নাতে থাকিবে, তাহারা উহাতে ততদিন পর্যন্ত বাস করিতে থাকিবে যতদিন পর্যন্ত আকাশ সমূহ এবং পৃথিবী থাকিবে, যে পর্যন্ত না তোমার প্রভু অন্য ইচ্ছা পোষণ করেন, ইহা এমন এক দান যাহা কখনও কতিত হইবে না।

وَأَمَّا الَّذِينَ سُودُوا فَعَلِيَ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ ۖ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ عَظِيمٌ ۝

১১০। সূতরাং এই নোকেরা যাহার উপাসনা করে উহার (অসারতা) সম্বন্ধে তুমি সন্দিহান হইও না। তাহারা কেবল ঐ ভাবে উপাসনা করে যেভাবে পূর্বে তাহাদের পিতৃপুরুষগণ উপাসনা করিত এবং আমরা তাহাদিগকে তাহাদের অংশ পূর্ণরূপে দিব, যাহা হইতে কিছুমাত্র কম করা হইবে না।

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَبْغُوا آبَاءَهُمْ مِنْ قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَنُوقِئُهُمْ ۚ
نُصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ۝

১১১। এবং নিশ্চয় আমরা মুসাকেও কিতাব দিয়াছিলাম, কিন্তু উহাতেও মতভেদ সৃষ্টি করা হইয়াছিল; এবং যদি তোমার প্রভুর তরফ হইতে পূর্বে (রহমতের প্রতিশ্রুতির) কথা না থাকিত তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে অবশ্যই মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইত; এবং (এখন) তাহারা ইহার সম্বন্ধে এক উদ্বেগজনক সন্দেহ পড়িয়া আছে।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ۚ وَتَوَلَّى كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضَى بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَكُنُوا لَنَا مِنْ مَّوْجِبٍ ۝

১১২। এবং তোমার প্রভু নিশ্চয় তাহাদের সকলকে তাহাদের কাজের ফল পূর্ণরূপে দিবেন ও তাহারা যাহা কিছু করিতেছে সেই বিষয়ে তিনি সর্বিশেষ অবহিত।

وَإِنْ كُنَّا لَنَاقِلُهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۚ إِنَّهُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُونَ ۝

১১৩। সূতরাং তুমি এবং ঐ সকল লোক, যাহারা তোমার সহিত (জান্নাহর দিকে) প্রত্যাবর্তন করিয়াছে, সেভাবে তোমাকে হুকুম দেওয়া হইয়াছে সেইভাবে সরন-সুদূর পথে অটল থাক; এবং (হে মো'মেনগণ!) তোমরা সীমানা-ধন করিও না, নিশ্চয় তিনি সব কিছু দেখেন যাহা তোমরা কর।

فَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُونَ ۝

১১৪। এবং তোমরা ঐ সকল লোকের প্রতি ঝুঁকিও না যাহারা য়ুনুম করিয়াছে, নচেৎ তোমাদিগকেও আঁড়ন স্পর্শ করিবে, তখন আল্লাহ্ বাতীত তোমাদের কোন বন্ধু হইবে না, এবং তোমাদিগকে সাহায্য করা হইবে না।

وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَنَكْتُمُهُمُ الثَّانِي وَمَا
لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۝

১১৫। এবং তুমি দিবসের দুই প্রান্তে এবং রাত্রির বিভিন্ন অংশে নামায কালেম কর। নিশ্চয় উত্তম কর্ম দূরীভূত করে মন্দ কর্মকে। ইহা উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য একটি উপদেশ।

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ
الْحَسَنَاتِ يَذْهَبْنَ بِهَا ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرُ
لِّذِكْرِكَ ۝

১১৬। এবং ধৈর্য অবলম্বন কর, কারণ আল্লাহ্ আদৌ সংকর্মপরায়ণদিগের পুরস্কার বিনষ্ট করেন না।

وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُغْنِيكَ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝

১১৭। তবে কেন ঐ সকল বংশধরদের মধ্যে যাহারা তোমাদের পূর্বে অতীত হইয়াছে, এমন সব সমঝদার লোক হয় নাই যাহারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কর" হইতে নিষেধ করিত, তাহাদের মধ্যে কেবল কিছু সংখ্যক বাতিরেকে যাহাদিগকে আমরা রক্ষা করিয়াছিলাম? এবং যাহারা য়ুনুম করিয়াছিল তাহারা উহার (ভোগ-বিলাসের) অনুসরণ করিন যাহাত তাহাদিগকে সচ্ছলতা দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহারা অপরাধী হইয়া গেল।

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ
يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْ
أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتَوُفُوا فِيهِ
وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ۝

১১৮। এবং তোমার প্রভু এমন নহেন যে, তিনি অনায়াভাবে জনপদসমূহ ধ্বংস করিবেন এমতাবস্থায় যে, উহার অধিবাসীরা পৃণ্যবান।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا
مُصْلِحُونَ ۝

১১৯। এবং যদি তোমার প্রভু ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে তিনি সকল মানুষকে একই উশ্মাতভুক্ত করিতেন, কিন্তু তাহারা যতভেদ করিতেই থাকিবে,

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا
يَرَاؤُونَ مُخْتَلِفِينَ ۝

১২০। ঐ সকল লোক বাতিরেকে যাহাদের উপর তোমার প্রভু রহম করিয়াছেন, এবং তিনি এই জনাই তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু তোমার প্রভুর এই কথা পূর্ণ হইবেই — 'আমি জাহান্নামকে নিশ্চয় সকল (অবাধ্য) জিন্ ও ইনসান দ্বারা ভরিয়া দিব।'

إِلَّا مَن دَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَنَبَّأَهُ
رَبُّكَ لَا مُسَلِّتَ لَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَعْمُونَ ۝

ওমা মিন দাক্বাতিন-১২

১২১। এবং আমরা তোমার নিকট এই সকল রসূলের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদসমূহ বর্ণনা করিতেছি যেন উহা দ্বারা আমরা তোমার হৃদয় সুদৃঢ় করিয়া দিই, এবং ইহাতে তোমার নিকট আসিয়াছে সত্য, উপদেশ এবং এক সত্বারকবানী মো'মেনগণের জন্য।

وَمَا تَقْصُ عَلَيْنَا مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَنْشِئُ بِهِ
قُلُودَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ
لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

১২২। এবং যাহারা ঈমান আনে নাই, তুমি তাহাদিগকে বল, তোমরা নিজ নিজ স্থানে সাখানুযায়ী কর্ম কর, নিশ্চয় আমরাও (আমাদের) কর্ম করিতেছি;

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ إِنْ أَعْلَمُونَ ۝

১২৩। এবং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও অপেক্ষা করিতেছি।

وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ۝

১২৪। এবং আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় একমাত্র আল্লাহরই এবং সকল বিষয় তাহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। সূতরাং তুমি তাহারই ইবাদত কর এবং তাহারই উপর ডরলা কর। এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ সে সমস্তই তোমার প্রভু গাফেল নহেন।

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْإِنِّسِ وَالْأَنْعَامِ كُلِّهَا
فَاعْبُدْهُ وَوَكَّلْ عَلَيْهِ مَلِكًا وَارْتَبِعْ فِي عَمَلِكِ عَمَّا تَمْلُكُونَ ۝